

১। গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয় কবে?

- (ক) ২৩ মে, ১৯৭২
 (খ) ২৩ এপ্রিল, ১৯৭২
 (গ) ২৩ মার্চ, ১৯৭২*
 (ঘ) ২৩ মে, ১৯৭১

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় লাভের পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন ৪০০ জন।
- ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী গণপরিষদ গঠনের জন্য গণপরিষদ আদেশ জারি করেন।
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ।

তথ্যসূত্র: An introduction to the constitutional law of Bangladesh by Jashim Ali Chowdhury.

২। সংবিধান রচনা কমিটির মোট সদস্য ছিল কতজন?

- (ক) ৩৫ জন
 (খ) ৩৪ জন*
 (গ) ৩৩ জন
 (ঘ) ৩০ জন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান প্রণয়ন করা।
- সংবিধান রচনা কমিটির মোট সদস্য ছিলেন ৩৪ জন। সভাপতি ছিলেন গণপরিষদের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।
- এই কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং একমাত্র মহিলা সদস্য বেগম রাজিয়া বানু।
- সংবিধান রচনা কমিটির প্রথম বৈঠক হয়েছিল ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের সংবিধান, আরিফ খান।

৩। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কবে থেকে?

- (ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
 (খ) ৪ নভেম্বর, ১৯৭২
 (গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২*
 (ঘ) ১২ অক্টোবর, ১৯৭২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদ গঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবিধান রচনা কমিটি গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- সংবিধান রচনা কমিটি গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করে ১২ অক্টোবর এবং এটি গৃহিত ও পাস হয় ৪ নভেম্বর।
- ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর ৩৯৯ জনের স্বাক্ষর শেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে সংবিধান কার্যকর হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের সংবিধান, আরিফ খান।

৪। সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

- (ক) শেখ মুজিবুর রহমান
 (খ) আবু সাঈদ চৌধুরী
 (গ) শাহ আব্দুল হামিদ
 (ঘ) ড. কামাল হোসেন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি ছিলেন গণপরিষদের আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।
- গণপরিষদের প্রধানমন্ত্রী ও সংবিধানের প্রথম স্বাক্ষরকারী হলেন বঙ্গবন্ধু ও শেখ মুজিবুর রহমান।
- গণপরিষদ আদেশ জারি করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- সংবিধান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন:
 - * আব্দুর রউফ—হস্তলিখিত মূল সংবিধানের লেখক।
 - * সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত—হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।
 - * রাজিয়া বানু—সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য।

- * ড. আনিসুজ্জামান—সংবিধান পর্যালোচনার প্রধান ভাষা বিশেষজ্ঞ।
- * জয়নুল আবেদিন—সংবিধানের নকশা ও অঙ্গসজ্জাকারী।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের সংবিধান, আরিফ খান।

৫। বাংলাদেশের সংবিধানের মোট অধ্যায় আছে কতটি?

- (ক) ৭টি
- (খ) ১১টি*
- (গ) ১৩টি
- (ঘ) ১৭টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সংবিধানের মোট ১১টি অধ্যায় এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে।
- অধ্যায় গুলো হলো:
 - * ১ম: প্রজাতন্ত্র
 - * ২য়: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
 - * ৩য়: মৌলিক অধিকার
 - * ৪র্থ: নির্বাহী বিভাগ
 - * ৫ম: আইনসভা
 - * ৬ষ্ঠ: বিচার বিভাগ
 - * ৭ম: নির্বাচন
 - * ৮ম: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
 - * ৯ম: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
 - * ৯ম(ক): জরুরী বিধানাবলি
 - * ১০ম: সংবিধান সংশোধন
 - * ১১ম: বিবিধ
- ১১টি অধ্যায়ে মোট ১৩টি পরিচ্ছেদ আছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৬। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে?

- (ক) ৪ অনুচ্ছেদ
- (খ) ৪ক অনুচ্ছেদ*
- (গ) ৫ অনুচ্ছেদ
- (ঘ) ৫ক অনুচ্ছেদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- ৪ক অনুচ্ছেদটি ২০১১ সালের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়।

- ৪ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে:

১. রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. স্পিকারের কার্যালয়
৪. প্রধান বিচারপতির কার্যালয়
৫. সকল সরকারি ও আধা সরকারি অফিসে
৬. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে।
৭. সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান শাখা ও কার্যালয়
৮. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৯. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহ।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৭। 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'-এ ঘোষণাটি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে?

- (ক) ৭*
- (খ) ৭ক
- (গ) ৭খ
- (ঘ) ৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১)নং অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয় হলো 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতা সংবিধানের অধীনে কার্যকর হবে।
- অপরদিকে, ৭ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ এবং এই অপরাধে অভিযুক্তব্যক্তি সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।
- ৭খ এর বিষয় হলো: সংবিধানের মৌলিক বিধানবলী সংশোধন অযোগ্য।
- ৫ এ বলা হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী হবে ঢাকা।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৮। নিচের কোনটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়?

- (ক) জাতীয়তাবাদ
- (খ) ধনতন্ত্র*
- (গ) ধর্মনিরপেক্ষতা
- (ঘ) গণতন্ত্র

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। যথা:

- * জাতীয়তাবাদ (৯ নং অনুচ্ছেদ)
- * সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি (১০ নং অনুচ্ছেদ)
- * গণতন্ত্র ও মানবাধিকার (১১ নং অনুচ্ছেদ)
- * ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা (১২ নং অনুচ্ছেদ)

- ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।
- ১০ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
- ১১ নং অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হলো প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।
- ১২ নং অনুচ্ছেদে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি বর্ণিত আছে?

- (ক) ১৫
- (খ) ১৬
- (গ) ১৭*
- (ঘ) ১৮

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি বর্ণিত আছে।
- এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং অবৈতনিক এ বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- অপরদিকে, ১৫ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা, ১৬ নং অনুচ্ছেদে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব এবং ১৮ নং অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১০। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে?

- (ক) ১৯(১)
- (খ) ১৯(২)
- (গ) ১৯(৩)*
- (ঘ) ১০(৪)

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ১৯(৩) এ বর্ণিত হয়েছে।
- এ অনুচ্ছেদের অধীনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে জাতীয় সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- অপরদিকে, ১৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ১৯(২) এর আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১১। বাংলাদেশ সংবিধানের কোন ভাগে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) প্রথম ভাগে
- (খ) দ্বিতীয় ভাগে
- (গ) তৃতীয় ভাগে*
- (ঘ) চতুর্থ ভাগে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
- তৃতীয়ভাগে (২৬-৪৭ক) মোট ২২টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদ গুলোতে নারী-পুরুষ সমান অধিকার, সরকারি নিয়োগ লাভের অধিকার, আইনের আশ্রয়লাভ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
- অপরদিকে, প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি এবং চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১২। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে?

- (ক) ৩৬
- (খ) ৩৭
- (গ) ৩৮
- (ঘ) ৩৯*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।
- এই অনুচ্ছেদে আরো উল্লেখ রয়েছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি।
- অপরদিকে, ৩৬ অনুচ্ছেদে চলাফেরার স্বাধীনতা, ৩৭ অনুচ্ছেদে সমাবেশের স্বাধীনতা এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১৩। সংবিধানের ৪৭(৩) নং অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

- (ক) মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ
- (খ) সম্পত্তির অধিকার
- (গ) কতিপয় বিধানের প্রযোজ্যতা
- (ঘ) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বর্তমানে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সংসদ মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন পাস করতে পারে।
- সংবিধানের ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীরা আইনের আশ্রয় লাভ, বিচারের অধিকার এবং রিট করার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের সুযোগ পাবে না।
- অপরদিকে, মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের বিষয়টি ৪৪ নং অনুচ্ছেদে এবং সম্পত্তির অধিকার ৪২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১৪। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত?

- (ক) ২৫ বছর
- (খ) ৩০ বছর
- (গ) ৩৫ বছর*
- (ঘ) ৪০ বছর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্দে অবস্থান করবেন।

- রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসমূহ হলো:
 - * ন্যূনতম পয়ত্রিশ বছর বয়স হতে হবে
 - * সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হতে হবে
 - * কখনো অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত হওয়া যাবে না।
- রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর মেয়াদ তাঁর পদে থাকবে এবং দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবে না।
- তিনি প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগদান করেন। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন তিনিই।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১৫। বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা কে?

- (ক) আইনমন্ত্রী
- (খ) অ্যাটর্নি জেনারেল*
- (গ) প্রধান বিচারপতি
- (ঘ) সংসদের স্পিকার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের প্রধান অ্যাডভোকেট বা সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা ও মূখ্য আইন পরামর্শক হলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।
- সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দিবেন।
- বাংলাদেশের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন হলে অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।
- বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন এম এইচ খন্দকার এবং বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন এ এম আমিন উদ্দিন (১৬তম)।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের সংবিধান, আরিফ খান।

১৬। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

- (ক) ৬৫*
- (খ) ৬৬
- (গ) ৭০
- (ঘ) ৭৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতীয় সংসদ নামে একটি সংসদ থাকবে এবং প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা থাকবে সংসদের উপর।
- প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ সদস্য এবং ৫০টি সংরক্ষিত নারী সদস্যসহ মোট ৩৫০টি আসন নিয়ে সংসদ গঠিত হবে।
- সংসদের আসন থাকবে রাজধানীতে।
- অপরদিকে, ৬৬ নং অনুচ্ছেদে সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।
- ৭০ নং অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দল হতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং
- ৭৫ অনুচ্ছেদে সংসদের কার্যপ্রণালী, বিধি সহ বিভিন্ন নিয়মের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১৭। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা রয়েছে কার?

- (ক) প্রধানমন্ত্রী
- (খ) সেনা প্রধান
- (গ) সংসদ
- (ঘ) রাষ্ট্রপতি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধানের নবম (ক) ভাগে জরুরি অবস্থার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- নবম (ক) ভাগের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রপতির।
- রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বিপদের সম্মুখীন তাহলে তিনি অনধিক ১২০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা দিতে পারেন।
- তবে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।
- জরুরি অবস্থা চলাকালে সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ (৬টি) স্থগিত থাকবে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১৮। স্বাধীনতার ঘোষণা সংবিধানের কততম

তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে?

- (ক) চতুর্থ
- (খ) পঞ্চম
- (গ) ষষ্ঠ*
- (ঘ) সপ্তম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সংবিধানের ৭টি তফসিল রয়েছে।
- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে সংযোজন করা হয়।
- ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম তফসিল সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- সংবিধানের সাতটি তফসিলের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

তফসিল	বিষয়
প্রথম	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয়	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন [বর্তমানে বিলুপ্ত]
তৃতীয়	সাংবিধানিক নয়টি পদের শপথ
চতুর্থ	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
পঞ্চম	৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
ষষ্ঠ	১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা
সপ্তম	মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

১৯। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী?

- (ক) সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি
- (খ) বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা পরিবর্তন
- (গ) সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি*
- (ঘ) বিচারপতিদের অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধানের সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি।
- সপ্তদশ সংশোধনটি ২০১৮ সালে আনা হয়।
- এই সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ ২০৪৪ সাল পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকবে।
- ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রথমবারের মত ১৫টি নারী সংরক্ষিত আসন যোগ করা হয়। এরপর পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ১৫ থেকে ৩০টি করা হয়।
- ২০০৪ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন আরো ১৫টি বৃদ্ধির মাধ্যমে ৪৫টি করা হয়।
- সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হয়।

- অপরদিকে, বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত করার বিষয়টি সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ২০১৪ সালে।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

২০। সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়?

- (ক) দ্বাদশ*
- (খ) এয়োদশ
- (গ) চতুর্দশ
- (ঘ) পঞ্চদশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।
- এই সংশোধনীকে চতুর্থ সংশোধনীর বিপরীত সংশোধনী বলা হয় কারণ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল।
- ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে, রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপ্রধান রেখে সকল নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়।
- অপরদিকে, সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সংশোধনীর প্রধান বিষয়বস্তু হলো:

সংশোধনী	বিষয়বস্তু
প্রথম (১৯৭৩)	যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ
দ্বিতীয় (১৯৭৩)	অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমণে দেশের নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা
তৃতীয় (১৯৭৪)	ভারতের সাথে সীমান্ত চুক্তি এবং ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর
চতুর্থ (১৯৭৫)	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন
পঞ্চম (১৯৭৯)	১৫ আগস্ট, ১৯৭০-৯ এপ্রিল, ১৯৭৯ পর্যন্ত জারিকৃত সকল ফরমান বৈধতা প্রদান
সপ্তম (১৯৮৫)	এরশাদের সামরিক কর্মকান্ডের বৈধতা প্রদান
অষ্টম (১৯৮৮)	* রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চালু * ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন

দ্বাদশ (১৯৯১)	সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা
একাদশ (১৯৯৬)	নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন
পঞ্চদশ (২০১১)	বাহাত্তরের সংবিধানের অনেক বিষয় পুনঃপ্রবর্তন
সপ্তদশ (২০১৮)	সংরক্ষিত নারী আসন ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

২১। ১২টি পেন্সিলের ক্রয়মূল্য ৮টি পেন্সিলের বিক্রয়মূল্যের সমান। লাভের হার কত?

- (ক) ৬০%
- (খ) ৫০%*
- (গ) ২৪%
- (ঘ) ৪০%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি,
১২টি পেন্সিলের ক্রয়মূল্য = ৮টি পেন্সিলের বিক্রয়মূল্য
৮টি পেন্সিল বিক্রয় করায় লাভ = (১২ - ৮) = ৪টি
আবার, ৮টি পেন্সিলে লাভ ৪টি
∴ ১টি পেন্সিলের লাভ $\frac{৪}{৮}$ টি
∴ ১০০ " " $\frac{৪ \times ১০০}{৮}$ " = ৫০টি (উত্তর)

২২। ১২টি ডিমের বিক্রয়মূল্য ২০টি ডিমের ক্রয়মূল্যের সমান হলে শতকরা কত লাভ হবে?

- (ক) $৬৬\frac{২}{৩}\%$ *
- (খ) $৬৬\frac{১}{৩}\%$
- (গ) $৩৩\frac{২}{৩}\%$
- (ঘ) $৩৩\frac{১}{৩}\%$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লাভ = $\left(\frac{২০ - ১২}{১২} \times ১০০\right)\%$
= $\left(\frac{৮}{১২} \times ১০০\right)\% = ৬৬\frac{২}{৩}\%$ (উত্তর)

২৩। একটি দ্রব্য ৩৮০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০ টাকা ক্ষতি হয়। ক্ষতির শতকরা হার কত?

- (ক) ৫%*
(খ) ৪%
(গ) ৬%
(ঘ) ৭%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি, $x\%$ ক্ষতি হয়
২০ টাকা ক্ষতি হওয়ায় ক্রয়মূল্য $(৩৮০ + ২০) = ৪০০$ টাকা
 $৪০০ - ৪০০$ এর $x\% = ৩৮০$
 $\Rightarrow \frac{৪০০ \times x}{১০০} = ৪০০ - ৩৮০$
 $\Rightarrow ৪x = ২০ \Rightarrow x = ৫$ (উত্তর)

২৪। ৩৬ টাকা ডজন দরে ক্রয় করে ২০% লাভে বিক্রয় করা হল, এক কুড়ি কলার বিক্রয়মূল্য কত?

- (ক) ৬০ টাকা
(খ) ৭২ টাকা*
(গ) ৬২ টাকা
(ঘ) ৭৫ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ২০% লাভে বিক্রয়মূল্য = ১২০ টাকা
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা
 \therefore " ১ " " " " $\frac{১২০}{১০০}$ "
 \therefore " ৩৬ " " " " $\frac{১২০ \times ৩৬}{১০০}$ "
 $= \frac{২১৬}{৫}$ টাকা
 \therefore ১২টি কলার বিক্রয়মূল্য $\frac{২১৬}{৫}$ টাকা
 \therefore ১ " " " " $\frac{২১৬}{৫ \times ১২}$ "
 \therefore ২০ " " " " $\frac{২১৬ \times ২০}{৫ \times ১২}$ "
 $= ৭২$ টাকা (উত্তর)

২৫। ৫ টাকায় ৮টি করে কলা বিক্রয় করলে ২৫% ক্ষতি হয়। প্রতি ডজন কলার ক্রয়মূল্য কত?

- (ক) ১৭ টাকা
(খ) ১০ টাকা*
(গ) ১১ টাকা
(ঘ) ১৫ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৮টির বিক্রয়মূল্য ৫ টাকা

$$\therefore ১ \quad " \quad \frac{৫}{৮} \quad "$$

$$\therefore ১২ \quad " \quad \frac{৫ \times ১২}{৮} \quad "$$

$$= \frac{১৫}{২} \text{ টাকা}$$

২৫% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য $(১০০ - ২৫) = ৭৫$ টাকা
বিক্রয়মূল্য ৭৫ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

$$\therefore " \quad ১ \quad " \quad " \quad " \quad \frac{১০০}{৭৫} \quad "$$

$$\therefore " \quad \frac{১৫}{২} \quad " \quad " \quad " \quad \frac{১০০ \times ১৫}{৭৫ \times ২} \quad "$$

$$= ১০ \text{ টাকা}$$

২৬। ১০০ টাকায় ১০টি ডিম কিনে ১০০ টাকায় ৮টি ডিম বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

- (ক) ১৬%
(খ) ২০%
(গ) ২৫%*
(ঘ) ২৮%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{১০-৮}{৮} \times ১০০$
 $= \frac{২}{৮} \times ১০০$
 $= ২৫$ (উত্তর)

২৭। ৪ টাকায় ৫টি করে কিনে ৫ টাকায় ৪টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

- (ক) ৪৫%
(খ) ৪৮.৫০%
(গ) ৫২.৭৫%
(ঘ) ৫৬.২৫%*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৫টির ক্রয়মূল্য ৪ টাকা

$$\therefore ১ \quad " \quad \frac{৪}{৫} \quad "$$

আবার, ৪টির বিক্রয়মূল্য ৫ টাকা

$$\therefore ১ \quad " \quad " \quad \frac{৫}{৪} \quad "$$

$$\text{লাভ} = \frac{৫}{৪} - \frac{৪}{৫} = \frac{২৫-১৬}{২০} = \frac{৯}{২০} \text{ টাকা}$$

$$\frac{৪}{৫} \text{ টাকায় লাভ হয় } \frac{৯}{২০} \text{ টাকা}$$

$$\therefore ১ \text{ " " " } \frac{৯}{২০} \times \frac{৫}{৪} \text{ "}$$

$$\therefore ১০০ \text{ " " " } \frac{৯ \times ৫ \times ১০০}{২০ \times ৪} \text{ "}$$

$$= ৫৬.২৫\% \text{ (উত্তর)}$$

২৮। একজন ব্যবসায়ী ১৩৭৭০ টাকায় একটি চেয়ার বিক্রি করায় ক্রয়মূল্যের উপর ৩৫% লাভ হয়। সে যদি চেয়ারটি ৪৫% লাভে বিক্রয় করত তাহলে তার লাভ কত টাকা হত?

(ক) ১০২০০ টাকা

(খ) ১৪৭৯০ টাকা

(গ) ৪৫৯০ টাকা*

(ঘ) ৪৯৫০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = (১০০+৩৫) = ১৩৫ টাকা

$$\therefore \text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১৩৭৭০ \times ১০০}{১৩৫} = ১০২০০ \text{ টাকা}$$

ক্রয়মূল্যের উপর ৪৫% লাভ হলে

$$\text{লাভ} = ১০২০০ \times ৪৫\% = ৪৫৯০ \text{ টাকা (উত্তর)}$$

২৯। ৮৮০ টাকায় ঘড়ি বিক্রয় করে এক ব্যক্তির ১২% ক্ষতি হল। কত টাকায় ঘড়ি বিক্রয় করলে ১০% লাভ হবে?

(ক) ৩২০

(খ) ১১২০

(গ) ১১০০*

(ঘ) ৩৮৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ক্রয়মূল্যের ৮৮% = ৮৮০ টাকা [∴ ১০০-১২=৮৮]

$$৮৮\% = ৮৮০$$

$$\therefore ১\% = \frac{৮৮০}{৮৮}$$

$$\therefore ১১০\% = \frac{৮৮০ \times ১১০}{৮৮}$$

$$= ১১০০ \text{ (উত্তর)}$$

৩০। এক ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের ধার্য মূল্যের উপর ৮% কমিশন দিয়েও ১৫% লাভ করে। যে দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ২৮০ টাকা তার ধার্য মূল্য কত টাকা?

(ক) ৩২৫

(খ) ৩৫০*

(গ) ৪০০

(ঘ) ৫৬০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$$\begin{aligned} \text{১৫\% লাভ বিক্রয়মূল্য} &= ২৮০ + ২৮০ \text{ এর } ১৫\% \\ &= ২৮০ + \frac{২৮০ \times ১৫}{১০০} = ৩২২ \end{aligned}$$

ধরি, ধার্যমূল্য = x টাকা

$$\therefore x - x \text{ এর } ৮\% = ৩২২$$

$$\Rightarrow x - \frac{৮x}{১০০} = ৩২২$$

$$\Rightarrow \frac{৯২x}{১০০} = ৩২২$$

$$\therefore x = ৩৫০ \text{ (উত্তর)}$$

৩১। একজন দোকানদার $৭\frac{১}{২}\%$ ক্ষতিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করল। যদি দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ১০% কম হতে এবং বিক্রয়মূল্য ৩১ টাকা বেশি হত, তাহলে তার ২০% লাভ হত। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

(ক) ১০০ টাকা

(খ) ২০০ টাকা*

(গ) ৩০০ টাকা

(ঘ) ৪০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$$\text{৭}\frac{১}{২}\% \text{ ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য} = \left(১০০ - ৭\frac{১}{২} \right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{১৮৫}{২} \text{ টাকা}$$

$$১০\% \text{ কমে ক্রয়মূল্য} = (১০০ - ১০) = ৯০ \text{ টাকা}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } ২০\% \text{ লাভে বিক্রয়মূল্য} &= \left(৯০ + \frac{৯০ \times ২০}{১০০} \right) \text{ টাকা} \\ &= ১০৮ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\text{দুই বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য} = \left(১০৮ - \frac{১৮৫}{২} \right) = \frac{৩১}{২} \text{ টাকা}$$

$$\text{বিক্রয়মূল্য } \frac{৩১}{২} \text{ টাকা বেশি হলে বিক্রয়মূল্য } ১০০ \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{ " " " " " " } \frac{১০০ \times ২}{৩১} \text{ "}$$

$$\therefore \text{ " ৩১ " " " " } \frac{১০০ \times ২ \times ৩১}{৩১} \text{ "}$$

$$= ২০০ \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৩২। একটি মটর সাইকেল ১২% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হল। যদি বিক্রয়মূল্য ১২০০ টাকা বেশি হতে, তাহলে ৮% লাভ হতো। মটর সাইকেলের ক্রয়মূল্য কত?

- (ক) ৬০০০ টাকা*
(খ) ৫০০০ টাকা
(গ) ৪০০০ টাকা
(ঘ) ৮০০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি, দ্রব্যটির ১০০ টাকা
১২% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য $(১০০ - ১২) = ৮৮$ টাকা
৮% লাভে বিক্রয়মূল্য $(১০০ + ৮) = ১০৮$ টাকা
বিক্রয়মূল্য বেশি $(১০৮ - ৮৮) = ২০$ টাকা
বিক্রয়মূল্য ২০ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

$$\therefore \text{ " ১ " " " " " } \frac{১০০}{২০} \text{ "}$$

$$\therefore \text{ " ১২০০ " " " " } \frac{১০০ \times ১২০০}{২০} \text{ "}$$

$$= ৬০০০ \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৩৩। $৬\frac{১}{৪}\%$ সুদে কত সময়ে ৯৬ টাকার সুদ ১৮

টাকা হয়?

- (ক) ২ বছর
(খ) ৩ বছর*
(গ) ৪ বছর
(ঘ) ৬ বছর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১০০ টাকার ১ বছরের সুদ $\frac{২৫}{৪}$ টাকা

$$\therefore ১ \text{ " ১ " " " } \frac{২৫}{৪ \times ১০০} \text{ "}$$

$$\therefore ৯৬ \text{ " ১ " " " } \frac{২৫ \times ৯৬}{৪ \times ১০০} \text{ "}$$

$$= ৬ \text{ টাকা}$$

১ বছরের সুদ ৬ টাকা

৬ টাকা সুদ হয় ১ বছরে

$$\therefore ১ \text{ " " " " } \frac{১}{৬} \text{ "}$$

$$\therefore ১৮ \text{ " " " " } \frac{১ \times ১৮}{৬} \text{ "}$$

$$= ৩ \text{ বছর (উত্তর)}$$

৩৪। সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন ৮ বছরে তিনগুণ হবে?

- (ক) ১২.৫০%
(খ) ২০%
(গ) ২৫%*
(ঘ) ১৫%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি, আসল ১০০ টাকা
৮ বছর পরে সুদাসল হবে $(১০০ \times ৩) = ৩০০$ টাকা
৮ বছর পরে সুদ হবে $(৩০০ - ১০০) = ২০০$ টাকা
১০০ টাকার ৮ বছরের সুদ হয় ২০০ টাকা

$$\therefore ১০০ \text{ টাকার ১ বছরের সুদ হয় } \frac{২০০}{৮} \text{ টাকা}$$

$$= ২৫ \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৩৫। বার্ষিক সুদের হার ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে $৪\frac{৩}{৪}\%$

% হওয়ায় এক ব্যক্তির ৪০ টাকা আয় কমে গেল।

তার মূলধন কত?

- (ক) ১৬০০ টাকা
(খ) ১৬০০০ টাকা*
(গ) ১৬০০০০ টাকা
(ঘ) ১৬০০০০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$$\begin{aligned} & \left(৫\% - ৪\frac{৩}{৪}\% \right) \\ & = \left(৫ - \frac{১৯}{৪} \right) \% = \frac{২০ - ১৯}{৪} \% = \frac{১}{৪} \% \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{১}{৪} \% = ৪০ \text{ টাকা}$$

$$\therefore ১\% = ৪০ \times ৪ \text{ টাকা}$$

$$\therefore ১০০\% = ৪০ \times ৪ \times ১০০ \text{ টাকা}$$

$$= ১৬০০০ \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৩৬। শতকরা ৫ টাকা হার সুদে ২০ বছরে সুদে আসলে ৫০,০০০ টাকা হলে, মূলধন কত?

- (ক) ২০০০০ টাকা
(খ) ২৫০০০ টাকা*
(গ) ৩০০০০ টাকা
(ঘ) ৩৫০০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১০০ টাকার ১ বছরের সুদ ৫ টাকা
∴ ১০০ " ২০ " " (৫×২০) = ১০০ টাকা
∴ ১০০ টাকা ২০ বছরের সুদে আসলে হবে
(১০০+১০০) = ২০০ টাকা
সুদাসল ২০০ টাকা হলে আসল ১০০ টাকা
∴ " ১ " " " $\frac{১০০}{২০০}$ "
∴ " ৫০০০০ " " " $\frac{১০০ \times ৫০০০০}{২০০}$ "
= ২৫০০০ টাকা (উত্তর)

৩৭। শতকরা বার্ষিক যে হারে কোনো মূলধন ৬ বছরে সুদেমূলে দ্বিগুণ হয় সেই হারে কত টাকা ৪ বছরে সুদেমূলে ২০৫০ টাকা হবে?

- (ক) ১৩৩০
- (খ) ১২৩০*
- (গ) ১১৩০
- (ঘ) ১৫৩০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৬ বছরে সুদেমূলে দ্বিগুণ হলে
১০০ টাকার ৬ বছরের সুদ ১০০ টাকা
∴ ১০০ " ১ " " $\frac{১০০}{৬}$ "
∴ ১০০ " ৪ " " $\frac{১০০ \times ৪}{৬}$ "
= $\frac{২০০}{৩}$ টাকা
∴ সুদেমূলে = $\left(১০০ + \frac{২০০}{৩}\right)$ টাকা
= $\left(\frac{৩০০ + ২০০}{৩}\right)$ টাকা
= $\frac{৫০০}{৩}$ টাকা
সুদেমূলে $\frac{৫০০}{৩}$ টাকা হলে মূলধন ১০০ টাকা
∴ " ১ " " " $\frac{১০০ \times ৩}{৫০০}$ "
∴ " ২০৫০ " " " $\frac{১০০ \times ৩ \times ২০৫০}{৫}$ "
= ১২৩০ টাকা (উত্তর)

৩৮। এক ব্যক্তি বার্ষিক ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদে ৬০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন। ২য় বছর শেষে ঐ ব্যক্তি সুদসহ কত টাকা পাবেন?

- (ক) ৭০০
- (খ) ৭২৬*
- (গ) ৭২০
- (ঘ) ৮২৬

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আসল ৬০০ টাকার ১০% সুদ ৬০ টাকা
৬০০ এর সাথে ৬০ যোগ হয়ে ৬৬০ টাকা হবে
এবং তাহা ২য় বছরের আসল হবে
তাহলে ২য় বছরে ৬৬০ এর ১০% সুদ হবে ৬৬ টাকা
যাহা ৬৬০ এর সাথে যোগ করলে হবে ৭২৬ টাকা
(উত্তর)

৩৯। বার্ষিক শতকরা ১০% হারে ১০০০ টাকায় ২ বছর পর সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত?

- (ক) ১১ টাকা
- (খ) ১১.৫ টাকা
- (গ) ১২ টাকা
- (ঘ) ১০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $p = 1000, r = \frac{10}{100}, n = 2$ বছর, $l = ?$

$$\begin{aligned} \text{সরল মুনাফার ক্ষেত্রে, } l &= \frac{RPN}{100} \\ &= \frac{10 \times 1000 \times 2}{100} \\ &= 200 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{চক্রবৃদ্ধির মুনাফার ক্ষেত্রে, } A &= p \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n \\ &= 1000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 \\ &= 1000 \left(1 + \frac{1}{10}\right)^2 \\ &= 1000 \left(\frac{10+1}{10}\right)^2 \\ &= \frac{1000 \times 11 \times 11}{10 \times 10} \\ &= 1210 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{সুদ} = (1210 - 1000) = 210 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{চক্রবৃদ্ধি ও সরল মুনাফার পার্থক্য} (210 - 200) = 10 \text{ টাকা (উত্তর)}$$

৪০। ৪% হার মুনাফায় কোনো টাকার ২ বছরের মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য ১ টাকা হলে, মূলধন কত?

- (ক) ৬৫০ টাকা
(খ) ৬২৫ টাকা*
(গ) ৪৫০ টাকা
(ঘ) ৫০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

▪ $n = 2, r = 4\% = \frac{4}{100}, p = ?, I = ?$

সরল মুনাফার ক্ষেত্রে, $I = \frac{RPN}{100}$
 $= \frac{4 \times P \times 2}{100}$
 $I = \frac{2p}{25}$

চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে $A = p \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$

$$= p \left(1 + \frac{4}{100}\right)^2$$

$$= p \left(\frac{25+1}{25}\right)^2$$

$$= p \left(\frac{26}{25}\right)^2 = \frac{676p}{625}$$

$$I = A - P$$

$$\Rightarrow I = \frac{676p}{625} - p$$

$$= \frac{676p - 625p}{625}$$

$$= \frac{51p}{625}$$

শর্তমতে, $\frac{51p}{625} - \frac{20}{25} = 1$

$$\Rightarrow \frac{51p - 50p}{625} = 1$$

$$\Rightarrow p = 625$$

∴ মূলধন ৬২৫ টাকা (উত্তর)

